ইত্তেফাক

তারিখ ... 26.1.83 ...
পৃষ্ঠা ... ... 3 কলাম 1 ... ...

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজানো হইতেছে

—শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা, ধর্ম ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ এ মজিদ খান বলেন, দেশে গত ৩২ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু শিক্ষার হার বাড়িয়াছে শতকরা দুইভাগ মাত্র। প্রতি বছর প্রায় সাড়ে তিন লাখ ছাত্র-ছাত্রী এস এস সি পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে পাস করে মাত্র দেড় লক্ষের মত। দুই লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী আমাদের সমাজে বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা পাস করে তাহাদের ৯০/৯৫ হাজার পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ পায়। যাহারা ফেল করে তাহাদের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ ও শ্রম বৃথা

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যবস্থাকে

(৩য় পৃঃ পর)

যায়। অবশিষ্টরা নিদারুণ বেকারত্বের শিকার হয়।

নাটোর টাউন হলে গত রবিবার সর্বস্তরের জনসমাবেশে ভাষণ দানকালে মন্ত্রী দেশের প্রাথমিক শিক্ষার একটি বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরেন এবং বলেন, প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার সময় শতকরা ৬০ ভাগ এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৮০ ভাগ ছাত্র স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ১৯৭৮ সালে প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা যাহা ছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯৮১ সালে শতকরা ১২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী কম ভর্তি হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম প্রসংগে ডঃ খান বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির ফলে অনেক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়মিত বেতন পান না। ফলে নিয়মমত তাহারা শিক্ষাদান করেন না। প্রথম শ্রেণীর বেশীর ভাগ পাঠ্য বিষয় মৌখিক। একমাত্র বাংলা ও গণিত বিষয়ে পাঠ্যবই আছে। তন্মধ্যে বাংলা বইয়ের নোটবইও চালু হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সময়ে যাহাদের লেখাপড়া বন্ধ হইয়া যায় তাহারা সমাজের গলগ্রহ হইয়া পড়ে। তাহাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নাই। তাই, সরকার তরুণ সমাজের অপচয় ও অবক্ষয় রোধ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকরা যাহাতে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বৃত্তিমুখী শিক্ষারও সুযোগ পায়, সেই জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজাইতেছেন।

নয়া শিক্ষা নীতির সমালোচনাকারীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, সরকারের ঘোষিত শিক্ষানীতির আলোচনা-সমালোচনা ও সুচিন্তিত মতামত দানের সুযোগ রহিয়াছে। অথচ কোন কোন মহল শিক্ষানীতির মূল বিষয় ভালভাবে না জানিয়া উহা বাতিলের দাবী জানাইতেছে।

অতীতের ঘুণেধরা শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়মের উদারণ দিয়া মন্ত্রী বলেন, ছাত্রদের ভর্তি হইতে শুরু করিয়া ক্লাস চালু হইতে দেড়-দুই বৎসর সময় লাগে। পলিটেকনিকের '৮২ সালের ভর্তি হওয়া ছাত্রদের ক্লাস শুরু '৮৪ সালে। চলতি বৎসর ডবল শিফট চালু করিয়া এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

সরকারের নয়া শিক্ষানীতির রূপরেখা ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক স্তরে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ব্যাপক কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং উচ্চ শিক্ষার দ্বার সব পর্যায়ে খোলা রাখাই প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য। তিনি দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী ৫ বৎসরে দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ২২ ভাগ হইতে ৫০ ভাগে উন্নীত হইবে।

—খবর তথ্য বিবরণীর।